Re. 1.00
মূল্য ঃ ১ টাকা

PRABINBARTA
প্রবীণবার্তা

MONTHLY
মাসিক

Vol : III Issue : VIII 15th Nov, 2014 অগ্রহায়ণ ১৪২১, বার্ষিক মূল্য - ১০ টাকা RNI NO. WBBEN / 2012/ 46375

আন্তর্জাতিক প্রবীণ নাগরিক দিবসের অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শ্রী তুষার পঞ্চানন মহাশয়কে সম্মাননা জ্ঞাপন করছেন সংস্থার সভাপতি শ্রী পেলব মুখার্জী মঞ্চে সম্পাদক শ্রী দীপেশ মিত্র এবং ডাঃ গৌরীপদ দত্ত।

অতীত অভিজ্ঞতা ও বর্তমান বৈষম্য

ডাঃ গৌরীপদ দত্ত

আমার মত প্রায় শতাব্দী স্পর্শী বৃদ্ধদের বর্তমান কৃতকৃত্য বিহীন এবং ভবিষ্যৎ তমসাচ্ছন্ন। তাদের একমাত্র উপজীব্য অতীত রোমন্থন।

বর্তমান ঘটনা প্রবাহ অনুধাবনে অক্ষম হয়ে তাই নিজের উপলব্ধি অভিজ্ঞতা উত্তর সূরীদের বলতে চাই। যদিও তারা তা মানতে এমন কি শুনতেও চায় না। সেই সব কৃতবিদ্য আত্মজরাও বলে - তুমি তো প্রাগৈতিহাসিক কালেই আটকে পড়েছ। তোমার বাতিল ধ্যান ধারণা দিয়ে বর্তমানকে বুঝতে চাইলে কষ্টই পাবে। কথাটা কি ঠিক?

তাদের বোঝাতে পারি না- অতীত জীবনের পাতায় পাতায় অদৃশ্যলিপি দিয়া পিতা মহদেব কাহিনী মজ্জায় মিশাইয়া দেয়। ঋষি রবীন্দ্রনাথের এই বানী অদ্বৃত বা অবান্তর হতে পারে না। এই আপ্তবাক্যের বিস্মৃতি বর্তমান অবক্ষয়ের মূলকারণ।

আমি পেশায় এবং নেশায় চিকিৎসক ও শিক্ষক ছিলাম। ছাত্র জীবনে ঘটনা চক্রে আমাকে বহুবার শিক্ষকদের আচারের বিরোধীতা করতে হয়েছে। কিন্তু আমি বা আমার সহযোদ্ধারা, শিক্ষকদের সঙ্গে অশালীন ব্যবহার কখনই করিনি। নিজেদের আদর্শ ও বিশ্বাস আচার্যদের দেবতা জ্ঞানে নিবেদন করেছি। বলতে গর্ব বোধ করি, তৎকালীন আচার্যদের অনেকেই আমাদের বিরোধীতার ন্যায্যতাও স্বীকার করেছেন। কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করছি। মহৃদয় পাঠকরা আত্মস্তুতি মনে না করলে বাধিত হবো।

বাঁকুড়া জেলার সুখ্যাত বিদ্যালয় 'কুচিয়াকাল রাধা বল্লভ ইনস্টিটিউশান' এর ছাত্র ছিলাম। এই উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের বাবুভাই , রাধাবল্লভ সিংহদেব বাহাদুরের বন্ধু এবং সহযোগী ছিলেন আমার প্রপিতামহ লাউ সেন দত্ত। সেই সময় থেকেই তিনি, তস্যপুত্র হরলাল এবং পৌত্র যতীন্দ্র নাথ বিদ্যালয়টির পরিচালন সমিতিতে তিন পুরুষই মান্য সদস্য ছিলেন। আমার

চিকিৎসক পিতা বিনা পারিশ্রমিকে শিক্ষক অশিক্ষক কর্মী ও ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসার দায়িত্ব পালন করতেন। সুতরাং বিদ্যালয়ে এবং তৎ সংলগ্ন ছাত্রাবাসে থাকাকালে আমার অনেক অভিভাবক স্বনিয়োজিত ছিলেন।

সেই আমাকেই কর্তৃপক্ষের এক অবিচারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে হয়। অবিচারের প্রতিবিধানও করা যায়। ফলে শিক্ষক কতৃপক্ষ আমার উপরে বীরূপ হন। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে যাবার প্রাক্কালে গুরুজনদের কাছে বিদায় নেবার সময় তাঁদের অসন্তোষ পুনঃ প্রকাশিত হয়। আমাদের সংস্কৃতের পন্ডিত মশায়ের কাছে প্রণাম করতে গিয়ে আমি আমার কৃত অপরাধের জন্যে মার্জনা চাইলে উনি বলেন, সেদিন আমি তোমাদের ন্যায্য দাবীর আন্দোলনে অনাহুত ছিলাম। তাই তোমাদের সাহায্য করতে পারিনি। তুমি এই প্রতিবাদে নেতৃত্ব দিয়ে সঠিক কাজই করেছ। এই বলে আমাকে আশীর্বাদ করেন। এই হচ্ছে প্রকৃত শিক্ষক, সেই আশীর্বাদে আমি ধন্য।

পরবর্তী সময়ে নেতা না হয়ে'ও প্রতিবাদ প্রতিরোধে নিয়তি আমাকে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে বাধ্য করেছে। অক্সফোর্ড মিশন হোস্টেলে নেতাজী সুভাষ চন্দ্রের ছবি স্থাপনে মিশন কর্তৃপক্ষের অসম্মতির বিরুদ্ধে আমাকেই মুখ্য ভূমিকা নিতে হয়। প্রতিবাদে ছাত্ররা বিজয়ী হয়। হোস্টেল সুপারিনটেন্ডেন্ট ফাদার গোল্ডিং আমাদের যুক্তি মেনে নিয়ে বলেন **It was a game between you and me where are one side must loose. I was happy to loose it.** এই হচ্ছেন মহৎ মানুষ। আমি আজীবন ফাদারের স্নেহে ধন্য হয়েছি।

অনেক ঘাটের জল খেয়ে ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে পড়তে এসে আমাকে আবার কর্তৃপক্ষের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে নেতৃত্ব দিতে হয়। যদিও আমি ছাত্র সংসদের কর্মকর্তা অথবা ক্লাসের প্রতিনিধিও ছিলাম না। ছাত্র-সংসদের সমস্যা সমাধানের প্রাথমিক ব্যর্থতার পরে একেবারেই অনশন ধর্মঘটের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়ে প্রাথমিক ভাবে পুনরালোচনার প্রস্তাবে সাধারণ ছাত্রদের সমর্থন পাই। আন্দোলন পরিচালনায় কাউন্সিল অফ অ্যাকশান গঠিত হয় আমিও আর এক সহপাঠি ব্রজ পান্ডা যুগ্ম আহ্বায়ক হই। ব্রজ আমার বিপরীত রাজনীতির সমর্থক ছিল। আমার প্রস্তাবিত আলোচনা এবং অবস্থান ধর্মঘটের প্রস্তাবের পরিবর্তে অধ্যক্ষ ডাঃ পান এবং সুপারিনটেন্ডেন্টকে ঘেরাও করার প্রস্তাবের বিরোধিতা করে পরাজিত হই। কাউন্সিল ও ছাত্র সমাজ ঘেরাও করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আমি এই পেশী আন্দোলনের ঘোর বিরোধী। সংখ্যাধিক্যের সুযোগে কর্তৃপক্ষের উপর বিশেষত বয়স্ক ও সম্মানীয় শিক্ষকদের উপর মানসিক এবং শারীরিক চাপ সৃষ্টি করাকে অন্যায় ও অনৈতিক মনে করি। সিদ্ধান্তের পরে উগ্র আন্দোলন কারীরা উধাও, ডাঃ সরকার সুপারিনটেন্ডেন্ট ও পরিচালন সমিতির সম্পাদক অগ্রিম সংবাদ পেয়ে বাড়ী চলে গেছেন। অধ্যক্ষ ডাঃ মতিলাল পান ছাত্র দরদী মানুষ; তার চেম্বারেই আছেন। প্রাথমিকভাবে কিছু ছাত্র তার ঘরের সামনে বসে পড়লো। কোন স্লোগান বা কটুক্তি নয়। কিছুক্ষণ বাদেই পুরো ক্যাম্পাস ফাঁকা। আমি আর অমূল্য, (যে একমাত্র ছাত্র পুরো আন্দোলনেরই বিরোধী ছিল)। গোটা কলেজ চত্তরে আছি, আর কেউ নাই। খবরের কাগজের লোকেরা ঘেরাও এর সংবাদ পেয়েই হাজির। আমাকে একক চিন্তনে কাউন্সিলের নির্দেশের বিরুদ্ধে ঘেরাও করছি না এই সিদ্ধান্ত নিয়ে ডাঃ পান কে বাড়ী যেতে দিই। কিছুক্ষণ পরেই আমাদের বিরোধী ছাত্ররা আমাকে কাউন্সিলের নির্দেশ অমান্যকারী বিশ্বাস ঘাতক বলে অভিযুক্ত করে আন্দোলনের সমাপ্তি ঘোষণা করে। আমার সমর্থক এবং গরিষ্ঠ অংশের ছাত্ররা আমার সমর্থনে দাড়ায়। এই তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত আমাদের আন্দোলনকে জয়যুক্ত করে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম এবং শেষ ঘটনা ঘটে সিনেট ও সিন্ডিকেটের যুগ্ম সভায় ন্যাশানাল মেডিকেল কলেজের এক ছাত্র নেতাকে আন্দোলনের যৌক্তিকতা বলতে সুযোগ দেওয়া হয়। কাউন্সিলের আহ্বায়কের পরিবর্তে ছাত্র সংসদের নির্বাচিত সম্পাদক ঐ সভায় বক্তৃতা দেয়। সভা আমাদের বক্তব্যের মান্যতা দিয়ে কর্তৃপক্ষকে আমাদের দাবী মানার নির্দেশ দেন।

একটু আত্মশ্লাঘার মত বিষয়টি উপস্থাপিত করে লজ্জিত বোধ করছি, তথাপি বর্তমান সময়ে শিক্ষায়তনের নৈরাজ্য এবং ছাত্রও শিক্ষকদের পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতিতে বিষয়টি আমাদের ছোট্ট প্রচার পত্রে লিখলাম। আমাদের সাফল্যের মূল বিষয় আমরা এর মধ্যে কোন দলীয় রাজনীতি আনিনি। বহিরাগত কোন ছাত্র বা নেতার সাহায্য নিইনি। কোন শিক্ষক অথবা কর্তৃপক্ষের কাউকেই কোন অসম্মান বা কোনরূপ পীড়ন করা হয়নি। সাংবাদিকরা, অন্য শিক্ষক এবং পরিচালন সমিতির প্রেরিত ব্যক্তিরা, আমরা

অনশনের নামে গোপনে ভূরিভোজন করছি কিনা দেখতে এলে তাঁদের বাধা দিই নি।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসাবে তাঁদের সিদ্ধান্ত ও মতামত দিতে আসেন ডাঃ সুবোধ মিত্র, ডাঃ ত্রিগুণা সেন, ডাঃ ক্ষীরোদ চৌধুরী, ডাঃ বিধূভূষণ ঘোষ প্রমুখ প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্‌রা। তাঁদের এবং খ্যাতনামা আইনজীবি ডাঃ রাধা বিনোদ পালের সমর্থন আমাদের জয়ী করেছিল। কলেজ কর্তৃপক্ষ কোন পুলিশ বা বহিরাগত পেশী শক্তি দিয়ে আন্দোলন ভাঙার চেষ্টা করেন নি। ছাত্ররাও পুরো আন্দোলনকে দলীয় রাজনীতির উর্দ্ধে রেখে ছাত্রদের ন্যায্য দাবী আদায়ে সমর্থ হয়।

এই বাতাবরণ কি এখন আনা যাবে না? এই লেখাটি 'প্রবীণ বার্তায় প্রকাশের উপযোগীতা নিয়ে আমার মনে দ্বিধা আছে। তথাপি লিখলাম কারণ বেথুন ইন্সটিটিউটে রামরমণ ভট্টাচার্য্য প্রমুখ শিক্ষা বিদ এবং শিক্ষক নেতারা এতে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। আর বৃদ্ধেরা ছাড়া নতুন প্রজন্ম তো সমাজমুখী পড়াশোনার ধার কমই ধারে।

বর্তমান সামাজিক অবক্ষয়ের প্রভাব বেশী পড়েছে। স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা ব্যবস্থাতে, তাই সহমর্মী বন্ধুদের কাছে এই অবসৃত বৃদ্ধের মনো বেদনার প্রকাশিত হলো।

১৭ই অক্টোবর ২০১৪ তারিখ অনুষ্ঠিত বিশ্ব প্রবীণ নাগরিক দিবস ও শারদীয় মিলন উৎসবের বিবরন।

১৭ই অক্টোবর ২০১৪ শুক্রবার বিকাল ৫টায় শ্রী গৌতম চ্যাটার্জীর উদ্বোধনী সঙ্গীতের মাধ্যমে বিশ্ব প্রবীণ নাগরিক দিবস ও শারদীয় মিলন উৎসবের শুভ সুচনা করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন সংস্থার সভাপতি শ্রী পেলব মুখার্জী। তিনি উপস্থিত সকলকে শুভবিজয়ার শুভেচ্ছা জানিয়ে তার বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন সংস্থায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে প্রতি বছরই আমরা ১লা অক্টোবর বিশ্ব প্রবীণ নাগরিক দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকি। কিন্তু এবছর ১লা অক্টোবর দূর্গাপূজা থাকার দরুন ঐদিন অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয়নি। তাই অদ্য বিশ্ব প্রবীণ নাগরিক দিবস ও শারদীয় মিলন উৎসবের অনুষ্ঠান একত্রে করার আয়োজন করা হয়েছে। প্রতি বছরের মত এবছরও সম্মাননা জানানোর জন্য ২ জনের নাম ঠিক করা হয়েছে। তারা হলেন শ্রী তুষার পঞ্চানন ও শ্রীমতি ভারতী মুৎসুদ্দী। আজ উপস্থিত আছেন শ্রী রামরমন ভট্টাচার্য, ডাঃ গৌরীপদ দত্ত তারা বক্তব্য রাখবেন। তাছাড়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছে। সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন।

পরবর্তীতে বক্তব্য রাখেন ডাঃ গৌরীপদ দত্ত। তিনি উপস্থিত সকলকে বিজয়ার শুভেচ্ছা জানিয়ে তার বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন বেথুন ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা হওয়ার জন্মলগ্ন থেকে আমি এর সাথে জড়িত। এই সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে বিমলদা একটি ভালো কাজ করেছেন। সংস্থা ভালো ভাবেই চলছে। কিন্তু বর্তমানে কাজের লোকের অভাব। আজকের দিনে বেশির ভাগ পরিবারেই বাবা, মা সহ অন্যান্য বয়স্কদের বোঝা বলে মনে করে। সকলেই তাদের নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকে। অনেক ক্ষেত্রে ছেলে মেয়েদের বাবা মায়ের সাথে থাকা সম্ভব হয়ে উঠে না। কর্মসূত্রে তাদের দেশে বা বিদেশে অন্যত্র বসবাস করতে হয়। সময়ের পরিবর্তনের জন্যই এই সমস্ত ঘটছে। আমরা যদি নিজেরা সংঘটিত হতে পারি তবে অনেকটা ভালো ভাবে বাঁচতে পারি। শ্রী রামরমণ ভট্টাচার্য্য উপস্থিত সকলকে বিজয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে তার বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন আজ আমরা বিশ্ব প্রবীণ নাগরিক দিবস ও শারদীয় মিলন উৎসব একসাথে পালন করছি। ডাঃ হেনরী নর্মান বেথুনের নামে সংস্থা প্রতিষ্ঠিত করার যথার্থতা ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন নর্মান বেথুনের জন্ম কানাডায় কিন্তু তিনি সেখানে সীমাবদ্ধ থাকেননি। চীন এবং স্পেনেও জীবন বিপন্ন করে কাজ করেছেন। তাঁর নামেই আমাদের এই সংস্থা, তাই দায়িত্বও অনেক। প্রবীণ ব্যক্তিদের সেবার উদ্দেশ্য নিয়েই আমাদের এই সংস্থা গঠন করা হয়েছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে। সে কারণে প্রবীণদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রবীণদের অবহেলা করে কোন ভাবেই সমাজের বা দেশের উন্নতি সম্ভব নয়। প্রবীণদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে নবীনদের সাথে নিয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে সমাজ বা দেশকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। তিনি নানা ঘটনা বর্ননার মাধ্যমে প্রবীণ দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। তারপর উপস্থিত সকলকে আবারও শুভেচ্ছা জানিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন। তারপর শুরু হয় সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান। দুইজনকে সম্মাননা জানানোর জন্য মনোনীত করা হয়েছে, তারা হলেন শ্রী তুষার পঞ্চানন ও শ্রীমতি ভারতী মুৎসুদ্দী। তাদের সংক্ষিপ্ত জীবনপুঞ্জী পাঠ

করেন সংস্থার সম্পাদক শ্রী দীপেশ মিত্র। শ্রীমতি ভারতী মুৎসুদ্দী অসুস্থ থাকার কারণে তিনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পারেননি। শ্রী তুষার পঞ্চাননকে মানপত্র, মেমেন্টো, উত্তরীয়, পুষ্প স্তবক দিয়ে সম্মাননা জানান সংস্থার সভাপতি শ্রী পেলব মুখার্জী।

পরবর্তীতে বক্তব্য রাখেন শ্রী তুষার পঞ্চানন। তিনি উপস্থিত সকলকে বিজয়ার শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য শুরু করেন। বিশ্ব প্রবীণ নাগরিক দিবস উপলক্ষে আপনারা আমাকে সম্মানিত করেছেন এতে আমি গৌরবান্বিত। তিনি বলেন আমরা প্রবীণরা যদি একত্রিত হতে পারি তবে অন্যদের তুলনায় আমাদের ক্ষমতা বেশী হবে। আমরা অভিজ্ঞ। আমাদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে আমরা অনেক দূর অগ্রসর হতে পারি। নবীনরাও অনেক সময় তাদের দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হয়। মানুষ হিসাবে মানুষকে নিয়েই যাতে আমরা চলতে পারি সেটাই লক্ষ্য হওয়া উচিৎ। আপনাদের দেখে আমার মনের শক্তি অনেক বেড়ে গেছে। তিনি তার ব্যক্তি জীবনের কিছু দিক উল্লেখ করেন। ভারতের স্বাধীনতার কথা উল্লেখ করেন। স্বাধীনতা লাভ করলেও আমরা আমাদের স্বপ্ন পুরণ করতে পারি নি। স্বাধীনতার এত বছর পরেও কারও পাহাড় পরিমান সম্পদ আবার কেউ খেতে পাচ্ছে না। আমরা কি পেয়েছি তা ভাবতে হবে। সবশেষে তিনি বলেন কোন কাজে যদি আমাকে আপনাদের প্রয়োজন হয় এবং আপনাদের সাথে যুক্ত হতে পারি তবে নিজেকে ধন্য মনে করব।

তারপর শুরু হয় শারদীয় মিলন উৎসব উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রথমেই সঙ্গীত পরিবেশন করেন ডাঃ কৃষ্ণা হালদার। সঙ্গীতের পর শুরু হয় শ্রুতি নাটক 'প্রথম পাপ' পরিবেশন করেন আমাদের সহ সভাপতি শ্রী গৌতম রায় চৌধুরী ও তার স্ত্রী শ্রীমতি শিখা রায় চৌধুরী। শ্রুতি নাটকের পর সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রবীণ নাগরিক শ্রী সুনীল রায়। শ্রীমতি প্রভাতী খাস্তগীর এর সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে সঙ্গীতানুষ্ঠানের সমাপ্ত হয়।

সবশেষে বিজয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন আমাদের সহ সভাপতি শ্রী সনৎ লাহিড়ী। তিনি বলেন আপনারা দীর্ঘক্ষণ অনুষ্ঠান উপভোগ করলেন। এর জন্য আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আপনাদের সকলের সাহায্য ও সহযোগিতা পেলে আমাদের চলার পথ সহজ হবে এবং আমরা আমাদের অভিষ্ট লক্ষ্য পুরণ করতে সক্ষম হব।

সম্পাদকীয়

প্রিয় সাথী ও বন্ধুগণ, আশা করি সবাই কুশলে আছেন। উৎসবের মরসুমে নিশ্চয়ই সবার সঙ্গে আনন্দে মেতে ছিলেন। কারণ বার্ধক্যকে তো উপভোগ করতে হবে।

আমরা গত ১৭ই অক্টোবর "বিশ্ব প্রবীণ নাগরিক দিবস" পালন করেছি। "বিজয়া সম্মিলনী"ও এক সঙ্গে হয়েছে। 'প্রবীণ দিবস' উদ্‌যাপনের মাধ্যমে আমরা সবাইকে জানাতে চাই যে প্রবীণরা ফেলনা নয় - তারা ফুরিয়ে যায় নি - তারা সমাজকে এখনও কিছু দিতে পারে। সমাজকেও তাদের প্রতি যত্নবান হতে হবে। ঐদিন শিক্ষা ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা এবং শিক্ষাবিদ শ্রী তুষার পঞ্চানন মহাশয়কে আমরা সম্মাননা জানিয়েছি। নারীমুক্তি ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেত্রী বিশিষ্ট আইনজীবি শ্রীমতি ভারতী মুৎসুদ্দী মহাশয়াকেও সম্মাননা জানাবার কথা ছিল। অসুস্থতার কারণে তিনি উপস্থিত না হতে পারায় তাঁর বাড়ীতে বা অন্য কোন অনুষ্ঠানে তাঁকে আমরা সম্মাননা জানাব। এই সম্মাননা প্রদান প্রতীকী। কারণ আমরা ৯৩ নং ওয়ার্ডে অশীতিপর প্রবীণদের অঞ্চলভিত্তিতে সম্মাননা জানিয়ে আসছি এবং এই কাজ চলছে।

ঋতু পরিবর্তন জনিত কারণে এই সময় বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। আক্রান্ত হবার বেশি সম্ভাবনা থাকে শিশু ও বৃদ্ধদের। কাজেই দ্বিতীয় শৈশবে আগত বন্ধুরা একটু সাবধানে থাকবেন। আপনারা জানেন যে এই সংস্থার মাধ্যমে দুটি অ্যালোপ্যাথি ও ১টি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা কেন্দ্র চলে। এই কেন্দ্রগুলি হল বেঙ্গল ল্যাম্প, রংকল, বাঁশদ্রোণী।

প্রয়োজনে আমাদের চিকিৎসাকেন্দ্রের শরণ নিতে পারেন। শেষে, আবার বলি সাবধানে থাকবেন, কারণ শরীরটা আপনার। সবার শুভ হউক।

Printed by Intergraphics, Published by Dipesh Mitra on behalf of Bethune Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation Centre Ph. : 033 2473 9642, 987435919 and printed at Intergraphics 1/15A, Prince Gulam Md. Road, Kolkata - 700 026 and Published at 392A, Prince Anwar Shah Road, Kolkata - 700 045, Editor - Sri Dipesh Mitra. E-mail-bethune geriatrics@gmail.com.Website : bethunegeriatrics.in